রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ২১, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ মে ২০০৬/৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

এস, আর, ও নং ৮১-আইন/২০০৬-অম/অবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-৩/২০০৬।—যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৫ এর অধীন রাষ্ট্রপতিকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি পর্যালোচনা করিয়া সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি পৃথক পে-কমিশন গঠন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৫তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা ঃ।**—বিষয়ে কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালা—

(ক) "পে-কমিশন" অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত পে-কমিশন;

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ পে-কমিশনের চেয়ারম্যান;

(গ) "সদস্য" অর্থে পে-কমিশনের চেয়ারম্যানও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(ঘ) "সার্ভিস" অর্থ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস।

৩। **পে-কমিশন প্রতিষ্ঠা।**—(১) বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি পর্যালোচনা করিয়া সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি পৃথক পে-কমিশন থাকিবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

(২) পে-কমিশন নিম্নরূপ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) বাংলাদেশের মহা-হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সচিব, পদাধিকারবলে;

(গ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে;

(ঘ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে; এবং

(ঙ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার পদাধিকারবলে।

৪। **পে-কমিশনের দায়িত্ব**।—পে-কমিশনের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বিদ্যমান বেতন/পারিশ্রমিক কাঠামোর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সার্ভিসের সদস্যদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন এবং উহা সরকারের নিকট পেশ করা।

(খ) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন।

৫। **পে-কমিশনের সভা**।—(১) এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে পে-কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) পে-কমিশনের সভা চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) পে-কমিশনের প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর বিধি-৪ এর দফা (ক)-তে উল্লিখিত বিষয়ে সরকারের বরাবরে সুপারিশ পেশ করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক আহূত হইলে পে-কমিশন যে কোন সময়ে যে কোন বিষয়ে সরকারের বরাবরে অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ পেশ করিতে পারিবে।

(৪) পে-কমিশনের সভায় কোরামের জন্য তিন জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৫) উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে পে-কমিশনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং মতামতের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতির নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ পে-কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী
সচিব।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।